5.4.1 অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা: জাতীয় পাঠক্রম 2005 (Inclusive Education: NCE 2005)

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা (National Curriculum Framework –NCF) 2005 অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উপর জোর দেয়। এটি বলে সমস্ত ধরনের সমস্ত রকম চাহিদাযুক্ত শিশুকে সাধারণ বিদ্যালয়ের এক ছাতার তলায় আনতে হবে। প্রত্যেক শিশুকে যথাযথ মূল্য দিয়ে তাদের ভিন্ন ভিন্ন সম্ভাবনা (Potentiality)-কে মর্যাদা দিতে হবে। সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষা (Universal Elementary Education–UEE)-র সাফল্যতা অনুযায়ী নবগঠিত পাঠক্রমের নকশা কেবল সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকেই মূল্য দেবে না পরন্তু চাহিদে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে আসা শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক ভিন্নতাযুক্ত সকল শিশু ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা নিয়ে একই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আসবে এবং শিখনে সাফল্য অর্জন করবে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় লিঙ্গ, জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, সামর্থ্যগত ভিন্নতা থাকলে তার যথাযথ মোকাবিলা করতে হবে। এটি কেবলমাত্র কতকগুলি নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করলেই হবে না কতকগুলি শিখনের নকশা ও কার্যক্রম (Learning design & set of Learning tasks) গ্রহণের মাধ্যমে অসংলগ্নতা দূর করতে হবে এবং তা করতে হবে শৈশবকাল থেকেই। সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা

এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বিষয়। "NCF focus group on education for children with special needs" এ বিষয়টিতে সবিশেষ গুরুত্ব দিল।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বলে—সক্ষমতা এবং দুর্বলতা নির্বিশেষে সকল শিশু মূল স্রোতের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য। সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্তির ভাবনা (Feeling of belongingness)-য় বলা হয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অন্যান্য কর্মসহযোগী সবাই অন্তর্ভুক্তির পরিবেশে থেকে এগিয়ে যাবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা হল সামাজিক গোষ্ঠী, জাতি, শ্রেণি, লিঙ্গ এবং শিশুর অক্ষমতা নির্বিশেষে সকলের জন্য।

NCF-200F অনুযায়ী অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয় পরিবেশ তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করতে চায় যে হীনম্মন্যতা এবং অসাম্য লিঙ্গ, জাতি, শারীরিক এবং/অথবা মানসিক অক্ষমতার এক অন্তর্নিহিত বিষয়।

5.4.2 শিক্ষকের দায়িত্ব (Teachers' Responsibilites)

শিক্ষক কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসামর্থ্য শিশু সহ সকল শিশুর শিক্ষার জন্য বিভিন্ন কৌশল উদ্ভাবন করতে পারেন। এটি সহকারী অন্যান্য শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের বাইরের গোষ্ঠী সংযোগে সফল হতে পারে।

শিক্ষক শিশুর ব্যক্তি চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যেকের প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন এবং তাদের আগ্রহের বিভিন্নতা অনুযায়ী কাজের ধারার পরিবর্তন করতে পারেন। বাস্তবিক পক্ষে তিনি একটু উঁচু শ্রেণিতে শ্রেণিকাজের পরিকল্পনা সেই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়েই করতে পারেন। এটি শ্রেণিশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় খুবই সাহায্য করতে পারে। এই শ্রেণি শিক্ষণের ধারায় বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুও সমমর্যাদা পাবে। এদের ব্যতিক্রমী বলে ধরলে হবে না। সমস্ত শিশুদের এক ভাবে মনোযোগ দিতে হবে। NCF 2005 শিক্ষকদের শ্রেণির সকল শিশুদের অন্তর্ভুক্তিমূলক ধারণাভিত্তিক পাঠটীকা করতে বলে যা বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুরও সামর্থ্যভিত্তিক প্রয়োজন মেটাবে। বাস্তবিকপক্ষে অন্তর্ভুক্তির শ্রেণিকক্ষ রচনার পরিকল্পনায় ব্যক্তিগত, ক্ষুদ্র দল বা বৃহৎ দলের প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ উপকরণগত সম্পদের প্রয়োজন হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণিতে পাঠটিকা বা একক পাঠটীকা (Lesson Plan or Unit Plan) এমনভাবে তৈরি করতে হবে যা বিশেষ চাহিদাসহ অন্য সকল সাধারণ শিশুর প্রয়োজন মেটাবে।

5.4.3 NCF 2005-এর আলোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার জন্য শিক্ষক প্রস্তুতি (Teacher Preparation for Inclusive Education in the Light of NCF 2005)

- বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশু (Children with Special needs–CWSN) সহ সকল শিশুর দক্ষতা, পূর্ব অভিজ্ঞতা, পটভূমি, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যকে মূল্য দিয়ে পাঠক্রম/শিক্ষা পরিচালনা।
- সকল শিশুর সম এবং ভিন্নধর্মী (Equal and diverse) অংশগ্রহণের মাধ্যমে শ্রেণিশিক্ষণ ত্বরান্বিতকরণ।

- শ্রেণিশিক্ষণে Peer Tutoring, Group Learning কৌশলের সহযোগে যুগ্মদল বিনিময়ধর্মী শিক্ষণে (Collaborative Teaching)-র ব্যবস্থা গ্রহণ।
- শিশুদের সাহায্যের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথভাবে তৈরি করা রুটিনের ভিত্তিতে শিক্ষণ-শিখন সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা।
- যখন যেমন প্রয়োজন তার ভিত্তিতে বিশেষভাবে নির্মিত আসবাব/উপকরণ সরবরাহ করা যাতে শ্রেণিকক্ষের প্রাকৃতিক এবং গতির ক্ষেত্রে বাধা দূর হয় এবং শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অসুবিধা না হয়।
- শিখনে অসুবিধা হ্রাসকরণের জন্য অঙ্গগত অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণে সংবেদনশীলতা প্রদর্শন।
- বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুদের শিক্ষার বাধামুক্তির জন্য কী কী সুবিধা প্রাপ্য সে সম্পর্কে পরিচিতি।
- নির্দেশের ভাষা মাধ্যম প্রাত্যহিক ব্যবহৃত ভাষা অনুযায়ী হবে।
- শ্রেণিতে সংকেত (Sign)/সম্পূর্ণ (Total) যোগাযোগ মাধ্যমকে অতিরিক্ত নির্দেশ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা।
- বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুদের (CWSW) জন্য শিখন প্রক্রিয়া (স্থান নির্দেশ) সুনির্বাচিত শিক্ষণ-শিখন সহায়ক উপকরণের মাধ্যমে নিবিড় হস্তক্ষেপে (Intense interventions)-র মাধ্যমে হবে।
- শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা, সাধারণ চাহিদা, সহায়ক কৌশল, নিরাময় ব্যবস্থা সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণ এবং তদনুযায়ী সঠিক ব্যবস্থাপনা করার জন্য রিসোর্স শিক্ষক/শিশু লালন-পালনকারী (Caregivers)/স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্য ও সমর্থন গ্রহণ জরুরি।
- বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশু (CWSW) সহ সকল শিশুর জ্ঞান নির্মাণ ও সৃজনে শিক্ষকের অধিক নমনীয় এবং সৃজনশীল হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুকে কখনোই ভর্ৎসনার পাত্র হিসেবে দেখা চলবে না।

5.5 অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Inclusive Schools)

5.5.1 অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয় ও অন্তর্ভুক্তি শিক্ষা (Inclusive Schooling and Inclusive Education)

'অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয় ধারণা' (Inclusive Schooling) হল একটি শিক্ষামূলক আন্দোলন যা পারস্পরিক নির্ভরতা এবং স্বাধীনতার উপর জোর দেয়, সমস্ত শিশুকে সমর্থ (Capable) বলে মনে করে এবং গোষ্ঠীবোধকে মূল্য দেয়। পরন্তু এটি শ্রেণিকক্ষে নাগরিক অধিকার এবং সমতা (Equity)-কে সমর্থন করে।

Udvari-Solner (1997) বলেন—বিদ্যালয় অন্তর্ভুক্তির ধারণা সমসাময়িক বিদ্যালয় সংস্কৃতি সম্পর্কিত সমালোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পুনরাবিষ্কার করতে উদ্বুদ্ধ করে যাতে আরও মানবিক, ন্যায়সম্মত এবং গণতান্ত্রিক শিখন সমাজ সৃজন করা এবং উপলব্ধি করা যায়। আচরণ এবং শিক্ষার সুযোগে সমতা প্রসারে অসাম্যকে সামনে আনা হয় এবং এইভাবে মানবিক অধিকার, বিভিন্নতা এবং বৈচিত্র্যের মূল্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। "[Inclusive Schooling] propels a critique of contemporary school culture and thus, encourages practitioners to reinvent what can be and should be to realize more humane just and democratic learning communities.' Inequities in treatment and educational opportunity are brought to the forefront, thereby fostering attention to human rights, respect for difference and value of diversity."

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এমন একটি শিক্ষা যা সমস্তরকম শিক্ষার্থীদের সহায়তা দেয় এবং উপকারে লাগে। যদি বিদ্যালয়গুলি "আরও মানবিক, ন্যায়সম্মত এবং গণতান্ত্রিক শিখন সমাজ তৈরি করতে পারে, আচরণে অসাম্য এবং শিক্ষার সুযোগ প্রসার প্রশ্নকে সামনে আনতে পারে তবে সমস্ত জাতিগত পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রী সকলেই এই বিদ্যালয় সমাজে সমান গুরুত্ব পাবে।" স্পষ্টতই অন্তর্ভুক্তি কতকগুলি কৌশল এবং আচরণ (Strategies or Practices) আয়ত্ত করার অধিক কিছু বিষয়। এটি হল শিক্ষাসংক্রান্ত এক অভিমুখীকরণ যা শ্রেণিকক্ষের প্রতিটি শিক্ষার্থী যে বিভিন্নতা নিয়ে আসে তাকে সম্মান দেয় এবং যে একক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে তাকে মূল্য দেয়।

5.5.2 অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Inclusive Schools)

অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয়ের নির্দিষ্টভাবে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকবেই। সেগুলি হল দায়বদ্ধ নেতৃত্ব, গণতান্ত্রিক শ্রেণিকক্ষ, মননশীল শিক্ষক, একটি সহায়ক সংস্কৃতি, প্রতিক্রিয়ামূলক এবং প্রাসঙ্গিক পাঠক্রম ও প্রতিক্রিয়ামূলক নির্দেশদান ব্যবস্থা।

A. দায়বদ্ধ নেতৃত্ব (Committed Leadership)

প্রশাসক, বোর্ড সদস্য এবং শিক্ষকগণ যাঁরা নেতৃত্বস্থানে অবস্থান করছেন তাঁরা বিদ্যালয়ের সাফল্যের লক্ষ্যে, বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট লক্ষ্য (Vision) উপস্থাপন করেন এবং তার সমর্থনে বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদ্যালয়কে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যেতে কতকগুলি কৌশলী পন্থা (Strategies) অবলম্বন করেন। ***Trump*** এবং ***Hange*** (1996) মনে করেন যে, অন্তর্ভুক্তির বিদ্যালয় নির্মাণে (Inclusive Schooling) সবচেয়ে বড়ো বাধা অথবা সাফল্যের কারণ হচ্ছে প্রশাসনিক নেতৃত্ব (Administrative leadership)।

প্রশাসক এবং অন্যান্য নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিগণ ছাত্র, বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, স্থানীয় সমাজকে বোঝাতে চেষ্টা করতে পারেন যে, অন্তর্ভুক্তি হল একটি দর্শন বা আদর্শ

যা সারা বিদ্যালয়ব্যাপী অনুভূত হবে; তাঁরা বিদ্যালয়ে অন্য সহকর্মীদের নতুন দিশায় কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবেন, শিক্ষকদের নতুন নতুন ঝুঁকি (Risks) এবং নতুন পন্থা গ্রহণে প্রণোদিত করবেন; তাঁরা পরিবার এবং স্থানীয় গোষ্ঠীর সদস্যগণকে বিদ্যালয়ের বিশ্বাস (Beliefs) এবং অন্তর্ভুক্তির মিশন সম্পর্কে অবহিত করবেন, প্রতিনিয়ত দৈনন্দিন সমস্যাকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করে প্রতিদিনকার সাফল্যকে উপভোগ করতে শেখাবেন।

B. গণতান্ত্রিক শ্রেণিকক্ষ (Democratic Classrooms)

গণতান্ত্রিক বিদ্যালয় ব্যবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে এমন একটি ব্যবস্থা (Approach) যা ব্যক্তিসত্তাকে সম্মান দেয়, শিক্ষার্থীর কণ্ঠকে (Voice) মান্যতা দেয়, সকল বিদ্যালয় গোষ্ঠীসদস্য (শিক্ষক, ছাত্র, সহায়ককর্মী এবং পরিবারের সদস্য)-কে শিখন ও শিক্ষণ পরিস্থিতিতে দায়বদ্ধ হতে, কিছু অবদান রাখতে এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

গণতান্ত্রিক বিদ্যালয় ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সাম্য। বিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক পরিবেশে সমস্ত ছাত্র এবং শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীবর্গ সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে আদৃত হন; সকলের কণ্ঠস্বরকে মান্যতা দেওয়া হয় এবং সকলের অবদানকে মূল্যবান বলে দেখা হয়। আর-একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল পারস্পরিক বিনিময়ধর্মী যূথবদ্ধতা (Collaboration)। গণতান্ত্রিক বিদ্যালয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে, নিকটবর্তী পরিবেশের সঙ্গে এবং বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে কাজের অংশীদারিত্ব, ঐচ্ছিক সম্পর্ক, এমনকি পাঠক্রম এবং নির্দেশদান মারফত একে অপরের সঙ্গে যুক্ত যা বাস্তবজীবন অভিজ্ঞতা এবং ছাত্র আগ্রহের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে।

গণতান্ত্রিক শ্রেণিকক্ষে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের মধ্যে চিন্তাভাবনা (Ideas)-র বিনিময় ঘটায়, বিধি তৈরি করে, পাঠক্রম নির্মাণে সহায়তা করে এবং নিজেদের শিখন ও শিখন পরিস্থিতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। পরন্তু তারা প্রায়ই নিজেদের শিখন অভিজ্ঞতাসমূহকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

শ্রেণিকক্ষকে গণতান্ত্রিক করে গড়ে তুলতে আগ্রহী শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উত্থাপন করতে পারেন।

- কে শ্রেণিকক্ষে পালনীয় নিয়ম তৈরি করেন? নিয়ম কি যৌথভাবে শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা যৌথভাবে গঠিত?
- শ্রেণিকক্ষের পরিবেশের চেহারাটা কেমন? যখন কোনো পরিদর্শক (Visitor) শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেন তখন তিনি কী দেখেন? সমস্ত জায়গা জুড়েই কি শিক্ষক বিরাজ করছেন (অর্থাৎ সমস্ত কাজই কী শিক্ষকের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে?) অথবা কাজগুলি শ্রেণিকক্ষে বিরাজমান ছাত্র-শিক্ষকের যৌথ উদ্দীপনায় সম্পন্ন হচ্ছে?
- শিক্ষকের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে কি ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্ন তুলতে পারেন? এবং কে পাঠক্রম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন? কোন্ কোন্ বিষয় থাকবে, কী কী উপকরণ ব্যবহৃত হবে, কীভাবে নির্দেশদান করা হবে—এসব সিদ্ধান্তই কি শিক্ষক একা নেন অথবা সিদ্ধান্তগ্রহণের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদেরও ভূমিকা থাকে?

C. সহায়ক বিদ্যালয় সংস্কৃতি (Supportive School Culture)

সহজভাবে বলতে গেলে সংস্কৃতি হল একটি নির্দিষ্ট স্থানের 'নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি' (Way things are done)। অন্যভাবে বলা যায় সংস্কৃতি একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের আদর্শমান (Norms), প্রত্যাশা অথবা অভ্যাস/আচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রায়শই বিদ্যালয়ের দরজায় এসে উপস্থিত হলেই কোনো পর্যবেক্ষক বা ব্যক্তির (Visitor) কাছে বিদ্যালয়ের সংস্কৃতির একটি আভাস ধরা পড়ে। বাইরে থেকে যাঁরা স্কুলে আসেন (Outsiders) তাঁরা বিদ্যালয়ের ব্যানার, ফেস্টুন, লাউঞ্জে বিদ্যালয় শিক্ষকগণের কথোপকথন এবং কাজকর্মে শিক্ষার্থীগণের ব্যস্ততা দেখে বিদ্যালয় সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা পেতেই পারেন।

বিদ্যালয়ের সংস্কৃতি যদি মুক্তমনা, গ্রহণযোগ্য, সযত্নে লালিত (Caring) হয় তবে অন্তর্ভুক্তির ধারণা পুষ্ট হতে পারে, অগ্রসরমান হতে পারে। অন্যদিকে বিদ্যালয় সংস্কৃতি প্রতিযোগিতামূলক, ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং কর্তৃত্বপরায়ণ হয় তবে শিক্ষকদের কাছে অন্তর্ভুক্তির বিকাশে বাধা এসে উপস্থিত হয়।

অন্তর্ভুক্তি বিদ্যালয় সৃজনের নিরিখে একটি নিরাপদ, ধনাত্মক, দৃঢ়, নিবিড় বিদ্যালয় সংস্কৃতি গড়ে তোলা সহজ ব্যাপার নয়। বিদ্যালয়ে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি এবং শিক্ষাবিদ যাঁরা নিজেদের অন্তর্ভুক্তি বিদ্যালয় সৃজনের পথে যুক্ত করতে চান তাঁরা অভিভাবক ও অন্যান্য গোষ্ঠী সদস্যগণকে এ কাজে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন যাতে তাঁরা বিভিন্ন প্রকল্পে সাহায্য করতে পারেন, সম্পদ হিসাবে কাজে লাগতে পারেন (Serve as resources)। নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি শিক্ষার্থীগণকে নেতৃত্বদান করতে শেখাবেন—সমস্ত অংশীদারগণের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারেন, বিদ্যালয়ে ছোটো/বড়ো উৎসব সংগঠিত করতে পারেন।

D. পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ামূলক এবং প্রাসঙ্গিক পাঠক্রম (Engazing & Relevant Curriculum)

অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকগণ অবশ্যই এমন পাঠক্রম প্রণয়ন করবেন, নির্দেশদান সংগঠিত করবেন এবং শ্রেণিকাজ পরিচালনা করবেন যা ব্যক্তিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে যথাযথ, বিবিধ শিখনভঙ্গি জড়িত এবং বহুবিধ প্রতিভা ও আগ্রহ সমন্বিত শিক্ষার্থীগণের জন্য উপযুক্ত। এটি কেবলমাত্র একক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিখন বা বিশেষ সামাজিক চাহিদাযুক্ত শিখনের প্রয়োজন মেটাবে না। এটি অপরপক্ষে শ্রেণির প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর প্রয়োজন মেটাতে উপযুক্ত হবে, প্রত্যেকের বিভিন্নতাকে স্বীকৃতি দেবে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণিকক্ষে পাঠএকক প্রাসঙ্গিক হবে, অনুসন্ধানের বিষয় আগ্রহোদ্দীপক হবে এবং পাঠ বিষয় যথাযথভাবে চ্যালেঞ্জিং হবে। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীদের চাহিদা মতো শ্রেণি উপকরণ হবে অর্থপূর্ণ। শ্রেণিপাঠ একক বিভিন্ন শিশুর ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্র্যের সন্ধানে তথ্য সরবরাহ করবে।

E. প্রতিক্রিয়ামূলক নির্দেশদান (Responsive Instruction)

অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক সমস্ত শিশুর কাছে পৌঁছোনো (Reaching) এবং তাদেরকে উদ্দীপিত করার চেষ্টা করবেন। যথার্থভাবে তাঁরা উপকরণ ব্যবহারে, পাঠগঠনে, নির্দেশদানমূলক

ব্যবস্থাদানে, পাঠক্রমের লক্ষ্য ও সাফল্য নিরূপণে এবং শিক্ষণ কৌশলে দক্ষ হবেন এবং এইভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত এবং সামাজিক চাহিদাপূরণে সক্ষম হবেন। প্রতিক্রিয়ামূলক নির্দেশদানে সক্ষম একজন শিক্ষক ভিন্ন ভিন্ন শিখন চাহিদাযুক্ত শিশুদের জন্য নিম্নলিখিত সুযোগগুলির এক-একটি উপস্থাপন করতে পারেন।

- অতিরিক্ত সহায়তা প্রয়োজন এরকম শিশুর জন্য ক্রশ এজ মেন্টরিং সম্পর্ক চালিত করবেন;
- কিছু গণিত শিখনের ক্ষেত্রে কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে প্রয়োজনে Manipulatives ব্যবহারে সুযোগ দেবেন।
- প্রয়োজনে Personal-Check List সরবরাহ করবেন।
- প্রয়োজনে ছাত্রছাত্রীদের সক্ষমভাবে চলাচলে শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত জায়গার সংস্থান রাখবেন।
- স্বল্প দৃষ্টিসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বড়ো বড়ো ছাপার অক্ষরযুক্ত পুস্তকের ব্যবস্থা করবেন; এবং/অথবা
- একটি নির্দিষ্ট পাঠএককের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের Assessment-এর Design করতে অনুমতি দেবেন।

5.5.3 অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয়: তত্ত্ব থেকে বাস্তবে (Inclusive Schooling: Theory to Practice)

নিম্নের নির্দেশকগুলি (Indicators) অন্তর্ভুক্তি বিদ্যালয়ের পরিচয় বহন করে।

- বিদ্যালয়ের দর্শন অথবা লক্ষ্যের বিবরণ (Mission Statement) যা অন্তর্ভুক্তির শিক্ষাকে সমর্থন করে।
- কর্মীবর্গের বিকাশের সুযোগ যা অন্তর্ভুক্তির দর্শন এবং অভ্যাসসমূহের প্রতিফলন ঘটায়।
- বিদ্যালয়ের নেতৃত্বদানকারী দল যারা লিখিত উপকরণ, উপস্থাপন, কর্মী নিয়োগ এবং বিদ্যালয় গৃহের নকশা জোগানোর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তির উন্নয়ন ঘটায়।
- শিক্ষকের ব্যবহৃত কথোপকথন যা অন্তর্ভুক্তির সহায়ক (যেমন—আমাদের শিক্ষার্থী বা বন্ধুগণ ইত্যাদি)।
- একই বয়সের সহপাঠীদের সঙ্গে শ্রেণিশিক্ষা।
- সারা বিদ্যালয় জুড়ে বিভিন্ন চাহিদা ও সামর্থ্যের ছাত্রছাত্রীদের সহাবস্থান।
- অর্থপূর্ণভাবে সকল শিক্ষার্থীর পাঠক্রম ও নির্দেশদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ।
- প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীর উপযোগী পাঠক্রমিক অভিযোজন এবং পরিবর্তন।
- বিদ্যালয় দিবসের দৈর্ঘ্য সমর্থ/অসমর্থ সকল শিক্ষার্থীর জন্য একই রাখা।
- সকল রকম শিক্ষার্থীদের পরিবহণের সুযোগ দান।
- সকল শিক্ষার্থীদের সহপাঠক্রমমূলক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের সুযোগদান।

- পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কার্যকলাপের মাধ্যমে—সমর্থ/অসমর্থ সমস্ত সহপাঠীগণের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা।
- সকল শিক্ষকের ছাত্রছাত্রীদের IEP লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে Collaborate করা।
- সকল শিক্ষকের বিনিময়ধর্মী যৌথ শিখনের ব্যবস্থা করা।
- বিশেষ শিক্ষক, সাধারণ শিক্ষক, পেশাদার ব্যক্তির একসঙ্গে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা এবং শিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

উপরের বিষয়গুলিকে সঙ্গে নিয়ে অন্যান্য যে কৌশলগুলি যা Inclusion-এর সারে সাহায্য করে সেগুলি হল—

- প্রত্যেক বিদ্যালয়ের In House Committee করে অন্তর্ভুক্তির বিষয়কে পরিচালনা করা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।
- স্থানীয় এবং জাতীয় স্তরের বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতাদের সঙ্গে বসে অন্তর্ভুক্তির পথে নতুন কৌশল ও ধারণা স্থির করা।
- অন্তর্ভুক্তি বিদ্যালয় সংক্রান্ত যে-কোনো স্থানীয় ও জাতীয় সম্মেলনে শিক্ষকদের পাঠানো।
- জেলার অন্য বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত ধারণার বিনিময় করা।
- অন্তর্ভুক্তি বিদ্যালয় পরিদর্শন করা, এবং শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্তির সফলতার জন্য নতুন পন্থা [যেমন—সহযোগিতামূলক শিক্ষণ (Co-teaching), নির্দেশের পার্থক্যীকরণ (Differentiating Instruction)] গ্রহণে এবং অন্যদের সঙ্গে এ ব্যাপারে মত বিনিময়ে উৎসাহিত করা।